গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং-৩(৩)কর-৭/আঃ আঃ বিঃ/৯৭/ তারিখ ঃ ২৩/০৭/৯৭ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)
১৯৯৭-৯৮

বিষয়ঃ অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর ও সম্পদ কর আইনে আনীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ তে কতিপয় সংশোধনী আণয়ন করা হইয়াছে। উক্ত সংশোধনীসমূহের প্রেক্ষিতে এবং ১৯৯৭-৯৮ সালের বাজেট কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত আয়কর ও সম্পদ কর সম্পর্কিত কতিপয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ ও সম্পদ কর বিধিমালা, ১৯৬৩ তে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন করা হইয়াছে। আয়কর অধ্যাদেশ ও আয়কর বিধিমালা এবং সম্পদকর আইন ও সম্পদকর বিধিমালায় আনীত সংশোধনীসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইল ঃ

আয়করঃ

০১। ব্যক্তি শ্রেনীর কর হারঃ

ইতোপূর্বে ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের ক্ষেত্রে চার স্তর বিশিষ্ট কর হার প্রচলিত ছিল এবং সর্বনিম্ন করের হার ছিল ১৫ শতাংশ। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট কর হার প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং সর্বনিম্ন কর হার ১৫ শতাংশ হইতে ১০ শতাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। নূতন কর হার নিম্নরূপ ঃ

		হার
১।	প্রথম ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
২।	পরবর্তী ৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
৩।	পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
৩।	পরবর্তী ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
৪।	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনভাবেই ১,০০০/- টাকার কম হইবে না।

অর্থাৎ ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতার আয় করযোগ্য আয়ের সীমা ৬০,০০০/- টাকা অতিক্রম করিলে বর্ণিত হার অনুসারে প্রদয়ে কর ১,০০০/- টাকা কম হইলেও তাহাকে ১,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করিতে হইবে। বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (Investment tax credit) প্রদানের ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ ১,০০০/- টাকার কম হইলেও তাহাকে ১,০০০/- টাকাই কর প্রদান করিতে হইবে। তবে করদাতার

মোট আয় ৬০,০০০/- টাকার নীচে হইলে স্বভাবতঃই তাহাকে কোন কর প্রদান করিতে হইবে না।

০২। **ব্যক্তিশ্রেনীর অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের বাংলাদেশের উদ্ভুত আয়ের উপর আরোপিত কর হার পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Second Schedule এর paragraph-1 এর সংশোধন ঃ**

বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের নাগরিক যাহাদের অনিবাসী বাংলাদেশী হিসাবে অভিহিত করা হয়, তাহাদের বাংলাদেশে যেকোন সূত্র হইতে উদ্ভুত আয় আয়কর আইন অনুযায়ী করারোপনযোগ্য। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের বাংলাদেশে উদ্ভুত আয়ের উপর সর্বোচ্চ হারে অর্থাৎ ২৫ শতাংশ হারে করারোপ করা হইত। তাহাদের ক্ষেত্রে ৬০,০০০/- টাকা অব্যাহতি সীমাও প্রযোজ্য ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Second Schedule এর paragraph-1 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং অর্থ আইনের কর হার সংক্রান্ত তফসিল পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নিবাসী ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের বাংলাদেশে উদ্ভুত আয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হইয়াছে। এখন হইতে অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাগণও বাংলাদেশে উদ্ভুত তাহাদের আয়ের উপর নিবাসী বাংলাদেশী করদাতাদের ন্যায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতি পাইবেন এবং অবশিষ্ট আয়ের উপর নিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করিবেন। উদাহরণ স্বরূপ একজন অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতার বাংলাদেশে উদ্ভুত আয় ১,০০,০০০/- টাকা হইলে নব ঘোষিত হারে তাহাকে আয়কর দিতে হইবে ৪,০০০/- টাকা। এই প্রেক্ষিতে আরো উল্লেখ্য যে, অনিবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে অর্জিত আয় বাংলাদেশে করমুক্ত থাকার বিধান অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতাগণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন আইনগত বাঁধা নাই।

০৩। **কোম্পানীর কর হারঃ**

কর্পোরেট সেক্টরে ইতোপূর্বে তিন স্তর বিশিষ্ট কর হার প্রচলিত ছিল। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর জন্য কর হার ছিল ৩৫%, নন পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর জন্য ৪০% এবং অনিবাসী কোম্পানীসহ ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪৫%। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ব্যাংক বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2 এর ক্লজ (20) এর সাব-ক্লজ (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে কর হার ৪৫ শতাংশ হইতে ৪০ শতাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী এবং নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর কর হার যথাক্রমে ৩৫ শতাংশে এবং ৪০ শতাংশে অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে প্রচলিত তিন স্তরের পরিবর্তে বর্তমানে দুই স্তর বিশিষ্ট কোম্পানী কর হার প্রযোজ্য হইবে। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানরি জন্য কর হার হইবে ৩৫ শতাংশ এবং নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী ও ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষসহ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2 এর ক্লজ (20) এর সাব-ক্লজ (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর জন্য হইবে ৪০ শতাংশ।

কোম্পানী আইন অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত ডিভিডেন্ড অন্য কোন কোম্পানী প্রাপ্ত হইলে এই ক্ষেত্রে পূর্বের মতোই এই ডিভিডেন্ড আয়ের উপর কর হার হইবে ১৫%।

অর্থ আইন, ১৯৯৭ এ সংযোজিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বলিতে এইরূপ পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী বুঝাইবে যাহা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করেঃ-

(১) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তিতে পরিশোধিত মূলধনের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ইহার উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্য ব্যতীত অন্যান্যদের মালিকানায় থাকিতে হইবে এবং এই মর্মে উক্ত কোম্পানীর চাটার্ড একাউন্টেটের প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে;

(২) উদ্যোক্তা এবং পরিচালক মন্ডলীর সদস্যগণ বেনামীতে কোন শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না, এবং

(৩) সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত হইতে হইবে।

৩৪। **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সহজভাবে কর নির্ধারণের জন্য স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 83AA সংযোজনঃ**

কর্পোরেট ট্যাক্স আহরণের ক্ষেত্রে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর অবদান প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। বেশীর ভাগ প্রাইভেট কোম্পানীর লোকসান দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করে। কর নির্ধারণ পর্যায়ে প্রদর্শিত লোকসান অগ্রাহ্য করিয়া আয় নিরূপন করা হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে আপীল ট্রাইবুনালে এসব মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলশ্রুতিতে কর আদায়ের জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং বকেয়া দাবীর পরিমাণ স্ফীত হইতে থাকে।

এই অবস্থার নিবসনকল্পে আয়কর অধ্যাদেশ, 83AA ধারা সংযোজনের মাধ্যমে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৯৭-৯৮ ও ১৯৯৮-৯৯ কর বৎসরের জন্য বাংলাদেশে কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত যে কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এই পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবেন।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্বনির্ধারণী পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হইলঃ

(ক) অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের নিরূপিত আয়ের ১০% বেশী আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে এবং সেই অনুসারে প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে হইবে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে সর্বশেষ যে বৎসরের কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বৎসরের পরবর্তী

প্রতি বৎসরের জন্য ১০% হারে আয় বাড়াইয়া সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য (অর্থাৎ যে বৎসরের জন্য স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিল করা হইয়াছে) মোট আয় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সেই অনুসারে প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা মোট টার্ণ ওভারের ২.৫% আয়কর হিসাবে পরিশোধ করিয়া আনুপাতিক আয় প্রদর্শণ করিতে হইবে।

(গ) ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ২৫,০০০/- টাকা।

উপরে বর্ণিত শর্তগুলির মধ্যে যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী আয় হইবে তাহাই রিটার্ণে দেখাইতে হইবে এবং সেই অনুসারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিস্কার করা যাইতে পারে, যেমনঃ-

উদাহরণ-১ঃ

(ক)	১৯৯৬-৯৭ সালের নিরূপিত মোট আয়	১,০০,০০০/-
	যোগঃ ১০% আয়	১০,০০০/-
		১,১০,০০০/-
	যোগঃ আরও ১০% আয়	১১,০০০/-
	১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য মোট আয়	১,২১,০০০/-
	৪০% হারে আয়কর	৪৮,৪০০/-
(খ)	পরিশোধিত মূলধন	৪,০০,০০০/-
	১০% হারে আয়কর	৪০,০০০/-
(গ)	মোট টার্ণ ওভার	১০,০০,০০০/-
	২.৫% হারে আয়কর দাঁড়ায়	২৫,০০০/-

বর্ণিত অবস্থায় করদাতাকে কর পরিশোধ করিতে হইবে ৪৮,৪০০/- টাকা এবং আনুপাতিক আয় দেখাইতে হইবে, ১,২১,০০০/- টাকা।

উদাহরণ-২ঃ

(ক)	১৯৯৬-৯৭ সালে লোকসান নিরূপিত হয়	৭৫,০০০/-
(খ)	পরিশোধিত মূলধন	৩,০০,০০০/-
	১০% হারে আয়কর দাঁড়ায়	৩০,০০০/-
(গ)	মোট টার্ণ ওভার	৮,০০,০০০/-
	২.৫% হারে আয়কর দাঁড়ায়	২০,০০০/-

বর্ণিত অবস্থায় করদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করিতে হইবে এবং আনুপাতিক আয় দেখাইতে হইবে, ৭৫,০০০/- টাকা।

১৯৯৫-৯৬ সালে লোকসান নিরূপিত হইয়া থাকিলে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে যে কোন আয় প্রদর্শন করা হইলে এবং কর নির্ধারণ সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে উদাহরণ নং-২ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। তবে করদাতা ইচ্ছা করিলে বেশী আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন। নূতন প্রাইভেট কোম্পানী -যাহাদের কর নির্ধারণ আগে কখনো সম্পন্ন হয় নাই তাহারাও উদাহরণ নং-২ এর অনুসরণে এই পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন।

নিরীক্ষিত হিসাব পত্র অনুসারে করদাতার সঞ্চিত লোকসান (accumulated loss) থাকিলে এই পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিল করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে পদর্শিত আয় করদাতা ব্যালান্সশীটে সঞ্চিত লোকসানের সাথে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

নূতন প্রবর্তিত এই পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণ কর বিভাগ কর্তৃক কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হইবে এবং 83AA ধারায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইবে (যদিও আইনে এক বৎসরের সময় দেওয়া আছে)। এইরূপ কর নির্ধারণই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

০৫। **স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে আয়কর বিধি 38 এ সংশোধনঃ**

স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি সহজীকরণের জন্য আয়কর বিধি 38 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সংশোধনীসমূহ হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) কোম্পানী আইন, ১৯১৩ বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত কোন লিমিটেড কোম্পানী ব্যতিরেকে এবং কোন কোম্পানী পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ারের মালিক এমন পরিচালক ব্যতিত অন্যান্য সকল শ্রেনীর করদাতা কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) নূতন করদাতা ব্যতিত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় সর্বশেষ নিরূপিত আয় অপেক্ষা কম হইতে পারিব না। তবে কোন করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ে যদি মূলধনী মুনাফা অন্তর্ভূক্ত থাকে তাহা হইলে সর্বশেষ নিরূপিত আয় বিবেচনাকালে উক্ত মূলধনী মুনাফা গ্রাহ্য করা হইবে না। অর্থাৎ মূলধনী মুনাফা বাদে যে আয় থাকিবে তাহাই উক্ত করদাতার সর্বশেষ নিরূপিত আয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(গ) ইতোপূর্বে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে নূতন করদাতাগণ ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হইতে আয়ের ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধন প্রদর্শন করিতে পারিতেন। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী নূতন করদাতাগণ ব্যবসা বা পেশা আয়ের ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রারম্ভিক মূলধন প্রদর্শন করিতে পারিবেন এবং তা কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকেই গ্রহণ করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রারম্ভিক পুঁজির ন্যূনতম এক চতুর্থাংশ আয় হিসাবে রিটার্ণে প্রদর্শিত হইবে এবং কোন কর মুক্ত আয় (exempted income) এইরূপ আয়ের অন্তর্ভূক্ত হইবে না। এইরূপ প্রারম্ভিক পুঁজি পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে

না। যদি কোন করদাতা প্রারম্ভিক পুঁজি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে হস্তান্তর করেন তাহা হইলে যে বৎসরে উহা হস্তান্তরিত হইবে সেই বৎসরে করদাতার হাতে তাহা 'অন্যান্য সূত্র হইতে আয়' হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

(ঘ) ইতোপূর্বে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক ছিল। সংশোধিত বিধি অনুযায়ী যে সকল করদাতার আয় দুই লক্ষের উপরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাহাদিগকে প্রতি তিন বৎসরে একবার এবং যে সকল করদাতার আয় পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে তাহাদিগকে প্রতি বৎসরেই রিটার্ণের সহিত সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা বা তাহার কম আয় থাকিলে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে হইবে না।

(ঙ) স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণে ক্ষতি প্রদর্শিত হইলে বা কর নির্ধারণের সময় রিফান্ড সৃষ্টি হইলে এইরূপ রিটার্ণসমূহ স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(চ) ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনভাবেই এক হাজার টাকার কম হইবে না।

০৬। <u>প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ব্যতিত অন্য সকল কোম্পানীকে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করার জন্য আয়কর বিধি 16 সংশোধনঃ</u>

বিদ্যমান বিধি 16 অনুসারে কোম্পানী আইনে সংজ্ঞায়িত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ব্যতিত অন্য যে কোন কোম্পানীকে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু কোন অনিবাসী কোম্পানী বা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানী ইহার আওতাভূক্ত হইবে কিনা এই বিষয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে কোম্পানী আইনে সংজ্ঞায়িত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ব্যতিরেকে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 2 এর ক্লজ 20 এ সংজ্ঞায়িত সকল কোম্পানীকে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য করার জন্য বিধি 16 সংশোধন করা হইয়াছে। এখন হইতে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ব্যতিরেকে অনিবাসী কোম্পানী, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানীসহ সকল কোম্পানীকে আয়কর বিধি 16 অনুসারে ঠিকাদার, সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী বিল হইতে নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

০৭। <u>কর ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এ নূতন উপ-ধারা (1A) সংযোজনঃ</u>

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (1) এর পর নূতন উপ-ধারা (1A) সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং বিভাগীয় ও জেলা সদরের পৌর এলাকায় অবস্থিত ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের একর অধিক তলা বিশিষ্ট পাকা বাড়ী অথবা মোটরগাড়ী -এই দুইটি আইটেমের যে কোন একটি অথবা উভয় আইটেম কাহারো মালিকানায় থাকিলে তাহাকে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে। বাড়ী এবং গাড়ীর মালিকদের

যদি কোন সূত্র হইতেই আয় না থাকে তাহা হইলে তাহারা শূন্য আয় প্রদর্শনপূর্বক রিটার্ণ দাখিল করিবেন। অথবা তাহাদের আয় যদি করযোগ্য সীমা অর্থাৎ ৬০,০০০/- টাকার নীচে থাকে, তাহা হইলে সেই পরিমাণ আয় প্রদর্শন করিয়াই রিটার্ণ দাখিল করিবেন। তাহাদের বার্ষিক আয় ৬০,০০০/- টাকা অধিক হইলে সেই অনুসারে রিটার্ণে আয় প্রদর্শনপূর্বক ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার জন্য প্রযোজ্য হার অনুযায়ী কর প্রদান করিবেন। স্ব দাখিল (self occupied) গৃহ সম্পত্তি হইতে আয় নিরূপনের কোন বিধান না থাকিলে বর্ণিত স্থানসমূহে ১৬০০ বর্গফুটের একের অধিক তলা বিশিষ্ট পাকা বাড়ী কাহারো মালিকানায় থাকিলে এবং উহা নিজস্ব বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হইলেও তাহাকে এই স্কীমের আওতায় শূন্য আয় দেখাইয়া রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে।

যে সকল ব্যক্তি পাকা বাড়ী ও গাড়ীর মালিক এবং করদাতা হিসাবে ইতোমধ্যেই তালিকাভূক্ত হইয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রে নূতনভাবে করদাতা হিসাবে তালিকাভূক্তির কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়মেই রিটার্ণ দাখিল করিবেন। নূতন করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে টি.আই.এন সংগ্রহ করিতে হইবে। বাড়ী ও গাড়ীর মালিকগণ প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাড়ী ও গাড়ীর মালিকদের বাধ্যতামূলকভাবে কর প্রদানের কোন বিধান প্রবর্তন করা হয় নাই। কর প্রদান প্রযোজ্য হইলেই কেবল তাহারা কর প্রদান করিবেন। বাড়ী ও গাড়ীর মালিকগণ যদি স্বেচ্ছায় আয়কর রিটার্ণ দাখিল না করেন এবং কর বিভাগের নিকট কাহারো মালিকানায় বাড়ী ও গাড়ী থাকার তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে রিটার্ণ দাখিলের জন্য কর বিভাগ হইতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ১৬০০ বর্গফুট বা তার কম আয়তনের (plinth area) এক বা একাধিক তলা বিশিষ্ট অথবা ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের (plinth area) একতলা পাকা বাড়ীর মালিকগণকে নূতন বিধান প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে না বলিয়া জনমনে ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করা যাইতেছে যে যদি কোন ব্যক্তির মালিকানা ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের (plinth area) একতলা বাড়ী থাকে এবং উক্ত বাড়ী হইতে উদ্ভুত বার্ষিক আয় ৬০,০০০/- টাকা অতিক্রম করে অথবা উক্ত বাড়ীর আয় ও অন্যান্য আয় সহ মোট আয় ৬০,০০০/- টাকা অতিক্রম করে তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ ব্যক্তিকে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে।

আরো উল্লেখ্য যে, টেলিফোন মালিকদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের বিধানটি প্রত্যাহার করা হইলেও পদ্ধতিগত (technical) অসুবিধার কারণে অর্থ আইন, ১৯৯৭ হইতে উহা প্রত্যাহৃত হয় নাই। শ্রীঘ্রই সংশ্লিষ্ট বিধানটি সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি শুধু টেলিফেনের মালিক হন এবং তাহার অন্য কোন আয়ের উৎস না থকে অথবা তাহার বার্ষিক আয় করযোগ্য সীমার নীচে থাকে তাহা হইলে নব প্রবর্তিত 75(1A) ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের বিধান তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

০৮। **বাংলাদেশ ব্যাংক বিলকে উৎসে কর কর্তনের আওতায় আনয়ন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নূতন ধারা 50A সংযোজনঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 51 অনুসারে সরকারী সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত সূদের উপর সর্বোচ্চ হারে বা সংশ্লিষ্ট প্রাপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে এই দুইটির মধ্যে যেটি বেশী সেই হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে discount এর ভিত্তিতে বাজারে বিল ছাড়িয়া থাকে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের discount এর উপর কর্তনের কোন বিধান ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে নূতন ধারা 50A সংযোজনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের discount এর উপর সরকারী সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে।

০৯। **সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের শর্ত শিথিলকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (d) প্রতিস্থাপনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতাদের মোট আয় ২ লক্ষ টাকার অধিক হইলে রিটার্ণের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিল করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 75 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (d) প্রতিস্থাপনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে ২ লক্ষের উপরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় সম্পন্ন করদাতাগণকে প্রতি তিন বৎসরে একবার এবং ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় সম্পন্ন করদাতাগণকে প্রতি বৎসরেই রিটার্ণের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যক্তিশ্রেনীর করদাতার মোট আয় ২,০০,০০০/- টাকা বা তাহার কম হইলে রিটার্ণের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের প্রয়োজন হইবে না। প্রচলিত এবং স্ব-নির্ধারণী এই উভয় পদ্ধতিতে রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

১০। **কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণ ৪০% এর স্থলে ৩০% এ হ্রাসকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (a) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় করের পার্থক্যের ৪০ শতাংশ পরিশোধ করার বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 158 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (a) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে যে, ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল আদেশের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং 74 ধারায় প্রদেয় করের পার্থক্যের ৩০ শতাংশ পরিশোধ করিতে হইবে।

১১। **কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ করদাতা এবং কর কমিশনারের নিকট পৌঁছানোর সময়সীমা নির্ধারণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 159 এর উপ-ধারা (4) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ করদাতা এবং কর কমিশনারের নিকট পৌঁছানোর কোন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। অর্থ

আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 159 এর উপ-ধারা (4) সংশোধনপূর্বক কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ১২০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ করদাতা এবং সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারের নিকট পৌছানোর বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। ১ লা জুলাই, ১৯৯৭ ইং বা তৎপরবর্তী সময়ের যে কোন আদেশের ক্ষেত্রে কর বৎসর নির্বিশেষে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১২। **আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীল আদেশ প্রদানের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 156 এর উপ-ধারা (6) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে যে বছর আপীল মামলা দায়ের করা হইত সেই বছরের শেষ দিন হইতে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে কর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনারকে আপীল মামলা নিষ্পত্তি করিতে হইত। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 156 এর উপ-ধারা (6) সংশোধনপূর্বক আপীল মামলা দায়েরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত মামলা নিষ্পত্তির বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। নূতন প্রবর্তিত এই বিধান ১ লা জুলাই, ১৯৯৭ তারিখ বা তৎপরবর্তী সময়ে যে কোন কর বৎসরের আপীল মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে সুদসহ মন্দ ও কুঋণের প্রভিশনিং শর্তহীনভাবে গ্রাহ্যকরণসহ প্রভিশনিং এর হার হ্রাসকরণ এবং প্রভিশনিং এর সময়সীমা নিদিষ্টকরণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) সংশোধনঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xvii aa) অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেনীবিন্যাসকৃত সুদসহ মন্দ বা কুঋণের প্রকৃত প্রভিশন অথবা সুদসহ মোট বকেয়া ঋণের ৫%, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, তাহা ব্যবসায়ের খরচ হিসাবে গ্রাহ্য করা হয়। অন্যদিকে ধারা 28 এর উপ-ধারা (3) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেনীবিন্যাসকৃত মন্দ বা কুঋণ হইতে উদ্ভুত সুদকে প্রকৃত প্রাপ্তির ভিত্তিতে অথবা লাভ ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদানের ভিত্তিতে (যেইটি আগে) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiaa) এর চতুর্থ proviso অনুযায়ী 28(3) ধারার বিধান অনুসারে মন্দ বা কুঋণ হইতে সুদ আয় নিরূপনের সুযোগ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে ধারা 29 (1) (xviiaa) অনুসারে প্রভিশনিং বাবদ কোন দাবী গ্রাহ্য করা হইত না। অর্থাৎ একটি সুবিধা গ্রহণ করা হইলে অপর সুবিধা প্রদেয় হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiaa) সংশোধনপূর্বক এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, এখন হইতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেনীবিন্যাসকৃত সুদসহ মন্দ বা কুঋণের প্রকৃত প্রভিশন অথবা সুদসহ মোট বকেয়া ঋণের ৩%, এই দুয়ের মধ্যে যাহা কম, তাহা ব্যবসায়ের খরচ হিসাবে গ্রাহ্য করিতে হইবে। তবে এই প্রভিশনিং এর সুযোগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহাল না রাখিয়া ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রযোজ্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম proviso টি বিলুপ্তির ফলে ধারা 28(3) এর বিধান

অনুসারে মন্দ বা কুঋণ হইতে আয় নিরূপনের সুযোগ গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রেও ধারা 29(1)(xviiaa) অনুসারে প্রভিশনিং বাবদ দাবী গ্রাহ্য করিতে হইবে।

১৪। **টি.আই.এন সংক্রান্ত প্রত্যায়নপত্র দাখিল বাধ্যতামূলককরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 184A প্রতিস্থাপনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ঠিকাদার, মালামাল সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারীদেরকে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে করদাতা হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত সনদপত্র দাখিলের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা184A প্রতিস্থাপনপূর্বক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট টি.আই.এন সম্বলিত সনদপত্র দাখিলের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছেঃ

(ক) আমদানী ক্ষেত্রে এল.সি খোলার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর নিকট টি.আই.এন সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করিতে হইবে।

(খ) সিটি কর্পোরেশন এলাকা, বিভাগীয় সদর ও জেলা সদরের পৌর এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে।

(গ) ঠিকাদার, মালামাল সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারীগণ কর্তৃক টেন্ডার দাখিলের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে টি.আই.এন সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে। তবে বিদেশী টেন্ডারদাতাগণের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, টি.আই.এন এর জন্য আবেদনকারীদিগকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে টি.আই.এন প্রদান নিশ্চিত করা হইবে। জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে সরাসরি টি.আই.এন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্রুততার সহিত টি.আই.এন প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা হইতেছে।

১৫। **রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ জারীর বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 178 এর উপ-ধারা (1) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (1A) বিলুপ্তকরণঃ**

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 178 এর উপ-ধারা (1) অনুযায়ী কর নির্ধারণী আদেশ, দাবীর নোটিশ এবং কর গণনার ফর্ম রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে এবং অন্যান্য নোটিশ সাধারণ ডাকযোগে under certificate of postaing এ প্রেরণ করিতে হইত। উল্লিখিত ধারার উপ-ধারা (1A) অনুযায়ী সাধারণ ডাকযোগে নোটিশ প্রেরণের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রমানই যথেষ্ট ছিল যে, সংশ্লিষ্ট পত্রটিতে প্রাপকের নাম ঠিকানা সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে ও পত্র যথাযথভাবে ডাকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা 178 এর উপ-ধারা (1) সংশোধন এবং উপ-ধারা (1A) বিলুপ্ত করার মাধ্যমে কর নির্ধারণী আদেশ, দাবীর নোটিশ এবং কর গণনার ফর্ম সহ অন্যান্য নোটিশও রেজিষ্টার্ড ডাকাযোগে প্রেরণ করিবার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধান অনুযায়ী কর নির্ধারণী আদেশ, দাবীর নোটিশ ইত্যাদি জারীর বিধান অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

১৬। **ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেলে তিন বৎসর পর্যন্ত রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলককরণ - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 75 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (b) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে একজন করদাতার সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের যে কোন এক বৎসর কর নির্ধারণ হইয়া থাকিলে তাহার জন্য আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 75 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (b) সংশোধনপূর্বক একজন করদাতার সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের পূর্ববর্তী তিন বৎসরের যে কোন এক বৎসরের কর নির্ধারণ হইয়া থাকিলে তাহার জন্য আয়কর রিটার্ণ দাখিল বাধ্যতামূলক করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

১৭। **সঞ্চয়পত্র ক্রয়কে অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন - আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Sixth Schedule, Part "B" এর paragraph (10) এর sub-paragraph (1) এর ক্লজ (a) এর সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে ৩০-০৬-৯৪ ইং তারিখের পরে ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্র এর জন্য বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত প্রদান করা হইত না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে The Sixth Schedule, Part "B" এর paragraph (10) এর sub-paragraph (1) এর ক্লজ (a) এর সংশোধনপূর্বক সঞ্চয়পত্র ক্রয়কে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত (Investment Tax Credit) এর জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই বিধান ০১-০৭-৯৬ ইং তারিখ হইতে ক্রয়কৃত প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র এবং পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **মহাপরিচালক, পরিদর্শন (কর) এর কার্যক্রম সুস্পষ্টকরণ- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 6 এর উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (aa) প্রতিস্থাপনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে মহাপরিচালক, পরিদর্শন (কর) এর কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 6 এর এর উপধারা (2) এর) ক্লজ (aa) প্রতিস্থাপনপূর্বক মহাপরিচালক, পরিদর্শন (কর) এর কার্যক্রম সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

১৯। **কর উপদেষ্টা হিসাবে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত এ্যাডভোকেটগণকে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের হিসাব সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদান -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 11 এর উপ-ধারা (3) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুসারে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের হিসাব সদস্য পদে কর কমিশনারদিগকে অথবা ন্যূনতম ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাটার্ড একাউনটেন্ট, কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্টদিগকে অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 174(2) ধারা অনুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত ন্যূনতম ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আয়কর আইনজীবিদিগকে নিয়োগ করা হইত। কর উপদেষ্টা হিসাবে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত এ্যাডভোকেটগণকে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের হিসাব সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি ইতোপূর্বে আয়কর বিধির মাধ্যমে কার্যকর করা হইলেও আয়কর আইনে তাহা অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে আয়কর

অধ্যাদেশের ধারা 11 এর উপ-ধারা (3) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক ন্যূনতম ১০ বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এ্যাডভোকেটগণকেও কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের হিসাব সদস্য পদে নিয়োগের বিধান করা হইয়াছে।

২০। **আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 84A বিলোপকরণঃ**

অনুমিত কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা 84A আয়কর আইনে সংযোজিত হয় ১৯৯০ সালে। বেশ কিছু জটিল শর্ত আরোপিত হওয়ায় বিধানটি করদাতাদের আকৃষ্ট করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এতদ্ব্যতিত স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে এই আইনটির কোন কার্যকারিতাও বর্তমানে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে অনুমিত কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের ধারা 84A বিলোপ করা হইয়াছে।

২১। **আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 136 বিলোপকরণঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনের ধারা 136 অনুযায়ী বিলম্বে কর পরিশোধের ক্ষেত্রে কর পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ এবং প্রকৃত পরিশোধের সময়কালের জন্য ১৫ শতাংশ হারে সরল সুদ আরোপের বিধান ছিল। কিন্তু বিলম্বের প্রকৃত সময় নির্ধারণপূর্বক সরল সুদ আরোপ বেশ জটিল বিধায় বিধানটির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নাই। বরং উল্লিখিত বিধানটি বিদ্যমান থাকার ফলে রাজস্ব নিরীক্ষা আপত্তির (audit objection) সম্মুখীন হইতে হইত। বাস্তব প্রয়োগের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে সরল সুদ আরোপ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 136 বিলোপ করা হইয়াছে।

২২। **অতিরিক্ত অগ্রীম কর প্রদানের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক সুদ প্রদানের তারিখ পরিবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 72 এর উপ-ধারা (2) এর সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইনে একজন করদাতা যদি অতিরিক্ত অগ্রীম আয়কর প্রদান করেন তাহা হইলে যে বছরের জন্য অগ্রীম কর প্রদান করা হইয়াছে সেই বছরের ১লা এপ্রিল হইতে প্রদত্ত অতিরিক্ত করের উপর ১০ শতাংশ হারে সরল সুদ প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 72 এর উপ-ধারা (2) এর সংশোধনপূর্বক যেই আয় বছরের জন্য অগ্রীম কর প্রদান করা হইয়াছে সেই আয় বছরের পরবর্তী ১লা জুলাই হইতে সরল সুদ প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

২৩। **চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারগণকে পূর্ণ কমিশনার হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 2(19) এবং 2(19A) সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারগণ কমিশনারের সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 2(19) এবং 2(19A) সংশোধনপূর্বক চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারকে আইনানুযায়ী পূর্ণ কমিশনার হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

২৪। **আয়কর বিধি সংশোধনঃ**

বেতনখাতে আয় নিরূপনের জন্য ইতোপূর্বে আয়কর বিধি 33 তে আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধাদি কোন কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণে আয়ের সহিত যোগ করিতে হইবে

তাহা তফশীলের মাধ্যমে বিধৃত ছিল। একটি বিধির আওতায় অনেক বিকল্প ব্যবস্থা থাকার ফলে আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধাদির করমুক্ত সীমা নিরূপনে জটিলতার সৃষ্টি হইত বিধায় বিধি 33 তে উল্লিখিত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক বিধির মাধ্যমে সহজভাবে বর্ননার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যে বিধি 33 এর স্থলে বিধি 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I এবং 33J প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। যাতায়াত ভাতা ব্যতিত অন্যান্য আনুতোষিক ও সুবিধাদির ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিদ্যমান বিধিতে বর্ণিত ব্যবস্থাদির কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয় নাই। কেবল যাতায়াত ভাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার পরিবর্তে সহজতর পদ্ধতিতে করযোগ্য আনুতোষিক নিরূপনের জন্য নূতন বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে।

বিধি 33C অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যানবাহন সুবিধার পরিবর্তে যদি কোন করদাতাকে নগদ যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয় তাহা হইলে ৫,০০০/- টাকার অতিরিক্ত প্রাপ্ত নগদ ভাতা তাহার বেতন আয়ের সহিত যোগ হইবে। অর্থাৎ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ভাতা করমুক্ত থাকিবে। ইতোপূর্বে করমুক্ত যাতায়াত ভাতার পরিমাণ ছিল ৪,২০০/- টাকা।

বিধি 33D অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্নভাবে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যদি কোন কর্মকর্তাকে যানবাহন সুবিধা প্রদান করা হয় তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তার মূল বেতনের ৭.৫ শতাংশ তাহার আয়ের সহিত যোগ হইবে।

বিধি 33E অনুযায়ী যদি কোন কর্মকর্তা বিধি 33D তে উল্লিখিত পারকুইজিটসের অতিরিক্ত কোন ভাতা পান তাহা হইলে বিধি 33D অনুযায়ী নিরূপিত অংক সহ প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত ভাতা তাহার আয়ের সহিত যোগ হইবে।

বিধি 33F অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা যদি আংশিক ব্যক্তিগত ও আংশিক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যানবাহন ব্যবহারের সুবিধা পান তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তার মূল বেতনের ৫ শতাংশ তাহার আয়ের সহিত যোগ হইবে।

বিধি 59A এর উপ-বিধি (1) ও উপ-বিধি (3) পরিবর্তনের মাধ্যমে ধারা 46A এর আওতায় কর অবকাশের জন্য প্রযোজ্য আবেদনপত্র সংশোধন করা হইয়াছে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান আবেদন পত্রটিতে বেশকিছু অপ্রয়োজনীয় ও জটিল আইটেম অন্তর্ভূক্ত ছিল সেইগুলো পরিহারপূর্বক ইহাকে সহজতর করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই সংশোধিত আবেদনপত্রটি ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

বিঃ দ্রঃ নূতন শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারা **19A** এর বিষয়ে পৃথকভাবে একটি পরিপত্র জারী করা হইতেছে।

সম্পদ করঃ

[illegible]। **ধারা 16 এর উপ-ধারা (6) এর বিলুপ্তিকরণ এবং নূতন ধারা 17A সংযোজনঃ**

সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ এর ধারা 14(1) অনুযায়ী যেই সকল করদাতা রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন বা 14(2) ধারায় যাহাদের উপর নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহাদের কর

নির্ধারণী সংশ্লিষ্ট কর বৎসর শেষ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে নিষ্পন্ন করিবার বিধান এই আইনের ধারা 16 এর উপ-ধারা (6) এ রাখা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে 17(a) এবং 17(b) ধারায় নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে মামলা নিস্পত্তির কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না। এই আইনগত জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯৭ এর মাধ্যমে ধারা 16 এর উপ-ধারা (6) বিলুপ্ত করিয়া নূতন 17A ধারা সংযোজন করা হইয়াছে। সংযোজিত 17A ধারার বিধান অনুযায়ী ধারা 14(1) অনুযায়ী যেই সকল করদাতা রিটার্ণ দাখিল করিয়াছেন অথবা যাহাদের উপর ধারা 14(2) এ নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহাদের কর নির্ধারণী কর বৎসর শেষ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে এবং 17(a) ও 17(b) ধারার নোটিশের মাধ্যমে চালুকৃত মামলাসমূহ যেই বৎসর নোটিশ জারী করা হইয়াছে সেই বৎসরের শেষ হইতে যথাক্রমে দুই এবং এক বৎসরের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

০২। **সম্পদ কর আইনে স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতি চালুকরণ ও ধারা 16A সংযোজনঃ**
অর্থ আইন, ১৯৯৭ এ সম্পদ কর মামলার ক্ষেত্রে স্ব-নির্ধারণী কর পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে কোন করদাতা সংশ্লিষ্ট বৎসরে তাহার প্রদেয় আয়করের ১০% বা পূর্ববর্তী বৎসরের ধার্য্যকৃত সম্পদ করের সমান, এই দুইটির মধ্যে যাহা বেশী, কর হিসাবে প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ণ দাখিল করিলে উপ কর কমিশনার কোন প্রকার প্রশ্ন ব্যতিরেকে সেইগুলি গ্রহণ করিয়া মামলা নিষ্পন্ন করিতে এবং নিষ্পন্নের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে করদাতার নিকট আদেশের কপি পৌছাইবেন। স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে সম্পদ কর মামলা ঐ বৎসরের ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

নব প্রবর্তিত এই ধারায় কর বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে কোন করদাতার তিনটি (কর বৎসরের) নিষ্পন্ন সম্পদ কর মামলা হইতে যে কোন একটি কর বৎসরের কর মামলা নিরীক্ষা করিবার বিধান রাখা হইয়াছে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার সম্পদ কর আইনের 16 অথবা 16(5) ধারায় পুনরায় কর নির্ধারণীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে কেবলমাত্র জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

০৩। **সম্পদ কর বিধিমালা, ১৯৬৩ (এস.আর.ও ২৩-এল/৭৯ তারিখ ২৩/০১/৭৯ দ্বারা সংশোধিত) এর বিধি 8 এর উপ-বিধি 3 এর প্রথম প্রোভাইসোটির বিলুপ্তিঃ**
জমি এবং ইমারতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থায় ইহার কোন কার্যকারিতা নাই বিধায় ইহা বিলুপ্ত করা হইয়াছে।

মোঃ হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
ফোনঃ ৯৩৪১৪৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং ৮(৫২) দ্বিঃসঃ-১৭ (কর অব্যাহতি-২)৯৭/৬৩২ তারিখঃ ৩০/০৭/৯৭ ইং

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)
১৯৯৭-৯৮

প্রজ্ঞাপন নং-৪৪০-এল/৭৬, তারিখঃ ১৮/১২/৭৬ (প্রজ্ঞাপন নং-২১৭-এল/৭৮, তারিখঃ ০১/১১/৭৮ দ্বারা সংশোধিত) এর তালিকায় উল্লেখিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের বেতন ও ভাতাদির অংক তাহাদের মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার নিরূপনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আয়ের সাহিত যোগ না করিবার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হইতে পরিপত্র নং-৫ তারিখ ১৩/০৪/৯৭ ইং জারী করা হয়। উক্ত পরিপত্রে জানানো হইয়াছিল যে, প্রজ্ঞাপনটিতে উল্লেখিত অপরাপর ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি প্রজ্ঞাপন জারী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপনের খসড়া আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হইলে উক্ত মন্ত্রণালয় হইতে মন্তব্য করা হয় যে, Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 (IX of 1975) এর Section-3 দ্বারা প্রধান মন্ত্রী Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 (IV of 1973) Section-3(2) দ্বারা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী এবং Members of the Parliament (Salaries and Allowances) order, 1973 (P.O. No. 28 of 1973) এর Article-3 দ্বারা সংসদ সদস্যগণের বেতন, ভাতাদি কর মুক্তকরণের জন্য কোন প্রজ্ঞাপনের প্রয়োজন নাই।

ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ মন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বেতন ও ভাতাদি করমুক্ত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় উল্লেখিত এস.আর.ও টি বাতিল পূর্বক কেবলমাত্র-

(ক) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ মন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং

(খ) পরিকল্পনা কমিশনারের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দের বেতন ও ভাতাদি করমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি নতুন এস.আর.ও জারী করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও টি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় যন্ত্রস্থ আছে। প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ মন্ত্রী এবং সাংসদদের বেতন ও ভাতাদি উপরি উক্ত আইনসমূহ ও অধ্যাদেশ দ্বারা করমুক্ত করা হইয়াছে। নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধান বলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপ মন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও পরিকল্পনা কমিশনারের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দের বেতন ও ভাতাদি করমুক্ত থাকিবে। তবে তাহাদের মোট

আয়ের উপর কর হার ধার্য্য করিবার জন্য প্রাপ্ত বেতন ও ভাতাদি অন্যান্য আয়ের সহিত যোগ করিতে হইবে।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম
প্রথম সচিব (আপীল ও অব্যাহতি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা-১০০০।

নথি নং-৯(১)কর-৭/আঃ আঃ বিঃ/৯৭/ তারিখ ঃ ০৪/০৮/৯৭ইং

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)
১৯৯৭-৯৮

বিষয়ঃ নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করমুক্তকরণ অথবা ৭.৫% হারে কর প্রদান এবং কর বিভাগ কর্তৃক তা গ্রহণ -আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 19A সংযোজন।

দেশে বিপুল পরিমাণ অপ্রদর্শিত আয় (undisclsoed income) বিদ্যমান আছে যা কখনোই কর বিভাগে প্রদর্শন করা হয় না। ফলে এইরূপ কর অনারোপিত টাকা বিনিয়োগ করাও সম্ভব হয় না। কারণ বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীকে কর বিভাগের প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়।

০২। শিল্পখাতে স্বচ্ছন্দ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ একটি নূতন ধারা 19A সংযোজনের মাধ্যমে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৭ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ইং এর মধ্যে নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে উক্ত বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীর হাতে করমুক্ত থাকিবে। তবে এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A অনুসারে কর অবকাশের (tax holiday) সুবিধা পাইবে না। বিকল্প হিসাবে বিনিয়োগকারী যদি তাঁহার এইরূপ বিনিয়োগের উপর ৭.৫% হারে কর প্রদান করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ধারা 46A এর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর অবকাশ (tax holiday) সুবিধা পাইবে।

০৩। শিল্পে বিনিয়োগ বলিতে কোন ধরণের শিল্পকে বুঝাইবে, এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করিতেছে যে, যে সব খাত শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্প হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, সেই সব খাতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করা হইলেই বিনিয়োগের উপর করমুক্তির সুবিধা পাওয়া যাইবে। তবে বিনিয়োগের উপর ৭.৫% হারে কর প্রদান করিয়া কর অবকাশের সুবধা পাইতে হইলে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A তে বর্ণিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত নূতন শিল্প অথবা ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা পর্যটন শিল্প হইতে হইবে এবং উক্ত ধারায় বর্ণিত শর্তাদি পরিপালন করিতে হইবে।

০৪। নূতন শিল্পে এইরূপ বিনিয়োগের মাধ্যম হইবে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিনিয়োগ, অংশদারী ফার্মের মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণ কর্তৃক বিনিয়োগ এবং লিমিটেড কোম্পানীর মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পরিচালক/ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ইকুইটির মাধ্যমে বিনিয়োগ যা অবশ্যই পূর্বোল্লিখিত সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।

০৫। এইরূপ বিনিয়োগ বিবেচনার সময় কোম্পানী বা ফার্মটি কখন নিবন্ধিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিবেচ্য হইবে না বরং বিবেচ্য হইবে কখন কোম্পানী বা ফার্মের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ সম্পন্ন হইয়াছে এবং বিনিয়োজিত টাকা সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ফার্ম শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ জমি, ইমারত, মেশিনারী ইত্যাদিতে প্রকৃত বিনিয়োগ করিয়াছে।

০৬। কোন কোম্পানীর পরিচালক/শেয়ার হোল্ডার অথবা অংশীদারী ফার্মের অংশীদার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ফার্ম বা কোম্পানীকে প্রদত্ত ঋণ এই বিধানের আওতায় বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে না। যেহেতু এই বিধানটি প্রবর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য হইল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, কাজেই বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বি, এম, আর, ই এর ক্ষেত্রে এই বিধানের সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না

০৭। কোন কোম্পানীর পরিচালক/শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে যদি এক বা একাধিক পরিচালক/শেয়ার হোল্ডার তাহার/তাহাদের বিনিয়োগের উপর ৭.৫% হারে কর প্রদান করেন এবং অন্য পরিচালক/শেয়ার হোল্ডারগণের উক্ত কোম্পানীতে বিনিয়োগ করারোপিত টাকা (taxed money) হইয়া থাকে অথবা অন্য কোন ভাবে করমুক্ত (otherwise exempted) হইয়া থাকে যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পদ বিবরণীতে যথাযথভাবে প্রদর্শিত, এই ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী ধারা 46A এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হইবে। অন্যদিকে কোন পরিচালক/শেয়ার হোল্ডার বিনিয়োগের উপর ৭.৫% হারে কর প্রদান করিলেন, কিন্তু অন্য পরিচালক/শেয়ার হোল্ডারের ঐ কোম্পানীতে বিনিয়োগ করারোপিত টাকা (taxed money) নহে বা করমুক্ত টাকা (exempted money) নহে, কিন্তু তাহা যথাযথভাবে সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সংশ্লিষ্ট কোম্পানীটি ধারা 46A এর শর্ত পালন সাপেক্ষে কর অবকাশ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/শেয়ার হোল্ডারের নিজস্ব কর নির্ধারণের সময়ে এইরূপ বিনিয়োগ অবশ্যই আইনানুযায়ী করারোপনের আওতায় আনয়নের জন্য বিবেচনা করিতে হইবে।

০৮। দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের অপ্রদর্শিত টাকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনিয়োগের জন্যই এইরূপ বিধানের প্রবর্তন করা হইয়াছে। সুতরাং উদ্যোক্তাগণ নিঃসংকোচে, নির্দ্বিধায়, স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে শিল্পখাতে বিনিয়োগে আগাইয়া আসিবেন বলিয়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে। এইরূপ বিনিয়োগ কর বিভাগ কর্তৃক গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনভিপ্রেত হয়রানি বা অবাস্তব প্রশ্ন উত্থাপন অবশ্যই বর্জনীয় হইবে। সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারগণ সার্বিকভাবে এই বিষয়টির উপর নজরদারী করিবেন এবং প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

মোঃ হুমায়ূন কবির ভূঁইয়া
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)